দৈনিক জনকণ্ঠ

১৮/৯/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ১-৩ ...

ছাত্রদল ও শিবির জিম্মি করে রেখেছে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির জিম্মি করে রেখেছে দেশের প্রধান চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মঘট ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের কারণে অচল হয়ে পড়েছে। পড়াশোনা ও পরীক্ষা লাটে ওঠায় প্রায় সেশনজটমুক্ত হয়ে আসা এসব প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া সামনে না এগিয়ে আবারও জটের কবলে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় একই সময় স্থবির থাকার পাশাপাশি আরও ডজনখানেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। তিন মাসমেয়াদী এই সরকারের আমলে গত দু'মাসে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ছাত্রদল ও শিবির জিম্মি

(প্রথম পাতার পর)

কমপক্ষে অর্ধশত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসকবলিত হয়েছে, যে দৃষ্টান্ত কোন রাজনৈতিক বা সামরিক সরকারের আমলেও ছিল না।

ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটে দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই অচল রয়েছে। বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার নামে ইসলামী ছাত্র শিবিরের লাগাতার অবরোধ কর্মসূচীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া বন্ধ। এর আগে শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্রঐক্যের ব্যানারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘট চললেও এই আন্দোলনে মূল নেতৃত্ব দিচ্ছে ছাত্রদল, সঙ্গে আছে বিভিন্ন বাম ছাত্রসংগঠন। ছাত্রদলের দফায় দফায় ধর্মঘট ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে গত ৯ সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ।

নির্দলীয় এই সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নির্বাচনের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা শুরুর কোন সম্ভাবনা নেই। সূত্রমতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শুরু হয়েছে নির্বাচনী পলিটিক্স। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'টি হল এখন ছাত্রলীগের দখলে। ক্যাম্পাসে মোট ভোটার প্রায় ২৫ হাজার। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলে বেশিরভাগ ভোট আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডা. এইচ বি এম ইকবালের পক্ষে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয় অচল রাখা হলে ভোটার ছাত্র-ছাত্রীরা হল ছেড়ে চলে যাবে এবং তাতে ডা. ইকবাল ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এমন একটি ধারণা পোষণ করা হচ্ছে। যে কারণে ছাত্রদলকে ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডাকসুসহ বিভিন্ন নির্বাচনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ছাত্র হলগুলো যে ছাত্রসংগঠনের দখলে থাকে সেই দলের প্রার্থী বিজয়ী হয় বা সবচেয়ে বেশি ভোট পায়। যেহেতু হলগুলো ছাত্রলীগের দখলে সেহেতু ডা. ইকবাল বেশি ভোট পাবেন এটাই স্বাভাবিক বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদল চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাক। আর যেহেতু কর্তৃপক্ষ তা করছেনা সেহেতু ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনের আগে ক্লাস ও পরীক্ষা শুরুর সম্ভাবনা না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডা. ইকবালের অনুরোধেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করছে না। কেবল একের পর এক ৫/৭ দিনের ব্যবধানে পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আটকে রাখা হচ্ছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধও হচ্ছে না আবার পরীক্ষাও হচ্ছে না। এই দোটানায় পড়ে ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা কাহিল। তারা না পারছে বাড়ি যেতে না হচ্ছে ক্লাস বা পরীক্ষা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও চলছে অচলাবস্থা। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাস ছেড়েছে ধর্ষক প্রতিরোধ ছাত্রঐক্যের ধর্মঘটের কারণে। ছাত্রদল ও বাম ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের সমর্থনে পরিচালিত এই সংগঠনের দাবি ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে বহিষ্কার এবং আন্দোলনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নেয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার। দীর্ঘদিন ধরে চলমান এই সঙ্কট নিরসনের কোন সম্ভাবনা নেই। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধও করছে না আবার স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরিয়ে আনতে পারছে না। কেবল একের পর এক পরীক্ষা স্থগিত করছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও রয়েছে দোটানায়। একইভাবে ছাত্রশিবিরের কারণে অচল হয়ে আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রদলের দফায় দফায় ধর্মঘট ও তীব্র উত্তেজনার কারণে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে।